পড়াশোনায় নয় শর্টকাট, বার্তা ইসরো প্রধানের

এই সময়, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসে আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনী ও ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন পড়ুয়াদের বলে গেলেন, 'পড়াশোনায় কোনও শর্টকাট হয় না।' যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে ব্যবহার করে অনেক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় নিজেদের ভাবনাচিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগ কমিয়ে ফেলার পথে হাঁটছে, তখন নারায়ণনের এই মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। এ দিন সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডিএসসি প্রদান করে। এই সম্মান পাওয়ার পরে সমাবর্তনে ভাষণে তিনি আরও বলেন, 'পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। আর যদি পরিশ্রম করার ভিতরে সততা থাকে, দেখবে সাফল্য তোমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে।'

এ দিন তিনি ভাষণ শুরু করেন নিজের মা-বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে। তাঁর কথায়, 'আমি কন্যাকুমারিকা জেলার একটা গন্ডগ্রামের ছেলে। আমার মা-বাবা যদি না চাইতেন, আমি পড়াশোনা শিখি, তা হলে কোনও ভাবেই আমার পক্ষে পড়াশোনা করা সম্ভব ছিল না। আমি কেরোসিনের আলোয় পড়াশোনা করেছি। খুবই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে প্রত্যেক সময়ে। পরে এসেছে সাফল্য।' সেই সঙ্গেই তিনি ইঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের সংকীর্ণমনা না-হয়ে মনের দরজা খোলা রাখার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'টিমওয়ার্ক একটা খুব বড় বিষয়। মনে রাখতে হবে, অফিসে যে ব্যক্তি অফিস পরিষ্কার রাখেন, বাথরুম পরিষ্কার রাখেন, তাঁরও অবদান কম থাকে না আপনার সাফল্যে। টিমওয়ার্কের এই মনোভাব নিয়ে চলেই ইসরো এত সাফল্য অর্জন করেছে।'

এ দিন অনুষ্ঠানে শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসরোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এই বিজ্ঞানী বলেন, 'আমাদের অনেকগুলি কর্মসূচি রয়েছে আগামী দিনে। এই বছরে একটি অভিযান রয়েছে। কমার্শিয়াল কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অফ ইউএসএ কর্মসূচিতে

ইঙ্গিত এআই-কে

৬৫০০ কেজির একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে। উৎক্ষেপণে ব্যবহার করা হবে আমাদের এলভিএম-৩ লঞ্চ ভেহিক্যাল। এইচএএল ও এলঅ্যান্ডটি-র কনসর্টিয়ামের মাধ্যমে সামনের জানুয়ারির মধ্যে প্রথম ভারতীয় রকেট তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে। তা ছাড়াও এই বছর ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম ক্রু-বিহীন মিশন জি-১ লঞ্চার পাঠানো হবে মহাকাশে। মানুষের বদলে হিমোনয়েড (কৃত্রিম মানব) থাকবে তাতে। সামনের বছর আরও দু'টি ক্রু-বিহীন মিশনের ভাবনা রয়েছে। ২০২৭ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে মহাকাশে অভিযাত্রী পাঠাতে চায় ইসরো।'

বাংলার মেধাও বড় ভরসা আমাদের: ইসরো কর্তা

স্টাফ রিপোর্টার ও নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান: আধুনিক বিজ্ঞানের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ শুরু হয়েছিল এই বাংলায়। ১২৫ বছর আগে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল দুই আচার্য, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের হাত ধরে এগিয়েছিল বাংলা। কলকাতা হয়ে উঠেছিল আধুনিক বিজ্ঞানের পীঠস্থান। বুধবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাম্মানিক ডিএসসি নিতে এসে এমনই মন্তব্য করেন আইআইএসসি বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন ডাইরেক্টর বিজ্ঞানী পদ্মনাভন বলরাম। বাংলার দেখানো বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে বর্তমানে ভারত মহাকাশে স্পেস স্টেশন গড়তে চলেছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫ মডিউলের স্পেস স্টেশন গড়ার পরিকল্পনার কথা জানান ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন। তাঁকেও এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সাম্মানিক ডিএসসি দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে সম্মানিত হওয়ার পর পদ্মনাভন বলরাম বলেন, ‘‘আমি এখানে উপস্থিত সমস্ত পড়ুয়াদের মনে করিয়ে দিতে চাই, যে আধুনিক বিজ্ঞানের রেনেসাঁ এই বাংলায় শুরু হয়েছিল। ১২৫ বছর আগে দুই আচার্যের হাত ধরে এই নবজুগের শুরু হয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর হাত ধরে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল। তাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কলকাতা আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। নানান দিক দিয়ে বাংলা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।’’

একইসঙ্গে বর্তমানে বিজ্ঞানের শিক্ষক, পড়ুয়া ও গবেষকদের সতর্কবাণীও শুনিয়েছেন পদ্মনাভন। এই বিজ্ঞানী বলেন, ‘‘ভাববার সময় এসেছে আজকে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। যে পরিবেশ তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল। আমরা সেইসময়ের অসাধারণ বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ আবার তৈরি করতে পারি কিনা।’’

এদিন সাম্মানিক ডিএসসি পাওয়ার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন ইসরোর চেয়ারম্যান। তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার বিষয়ে দেশের সাফল্য, আগামী কর্মসূচির কথা বলেন। চন্দ্রাভিযান প্রসঙ্গে তিনি জানান, অনেকগুলো কর্মসূচি রয়েছে আগামী দিনে। এই বছরেও একটা অভিযান রয়েছে। কমার্শিয়াল কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অফ ইউএসএ, ৬৫০০ কেজি স্যাটেলাইট লঞ্চ করা হবে। দেশের এলভিএম-৩ লঞ্চ ভেহিক্যাল ব্যবহার করে স্যাটেলাইটটি লঞ্চ করা হবে। তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী স্পেস সেক্টর রিফর্ম করছেন। পিএসএলভি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে। এইচএএল, এল অ্যান্ড টি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে সামনের জানুয়ারির মধ্যে প্রথম ভারতীয় রকেট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন ৩৪ টি প্রযুক্তি ডেমনস্ট্রেট করা হবে এর মাধ্যমে। এই বছর প্রথম আনক্রুড মিশন জি-১ লঞ্চার পাঠানো হবে। কোনও মানুষ পাঠানো হবে না। হিমোনয়েড (কৃত্রিম মানব) পাঠানো হবে। যার নাম ‘বায়োমিত্র’। ডিসেম্বরের মধ্যে এটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।’’ তিনি জানান, সেটা সফল হলে সামনের বছর আরও দুটো আনক্রুড মিশনের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৭ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ক্রুড মিশনের পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই বছর আরও কয়েকটি স্যাটেলাইট লঞ্চ কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে নেভিগেশন স্যাটেলাইটও রয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে দেশের ৫৫টি স্যাটেলাইট কক্ষপথে ঘুরছে। তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর গাইডেনস ও ভিসনে তিন-চার বছরের মধ্যে এই সংখ্যাটা তিনগুণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। চন্দ্রযান-৪ অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে। রকেট চাঁদে ল্যান্ড করবে। স্যাম্পল সংগ্রহ করে ফিরে আসবে। এটা স্যাম্পল রিটার্ন মিশন। চন্দ্রযান-৩ তে মোট ওজন ছিল প্রায় ৪ হাজার কেজি। চন্দ্রযান-৪ এর ওজন থাকবে ৯ হাজার ৫০০ কেজি।’’ চন্দ্রযান-৫ এর পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি জানান। জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে ওই অভিযান হবে। চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার-এর ওজন ছিল ১৬০০ কেজি। চন্দ্রযান-৫ এ এর ওজন থাকবে ৬৫০০ কেজি। চন্দ্রযান-৩ তে রোভার ছিল ২৫ কেজির। চন্দ্রযান-৫ এ রোভার থাকছে ৩৫০ কেজির। তিনি স্পেস স্টেশন গড়ার বিষয়েও জানিয়েছেন এদিন। তিনি বলেন, ‘‘স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্পেস স্টেশন গড়ার কথা। ২০৩৫ সালের মধ্যে এটা করা হবে। ৫ মডিউলে এটা নির্মাণ করা হবে। ৫টা রকেট এটা নিয়ে যাবে অন্তরীক্ষে। প্রথম মডিউল হবে ২০২৮ সালে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জন্য প্রচুর কর্মসূচি রয়েছে ইসরোর। কমার্শিয়াল মার্কেটে আমাদের মাত্র ২ শতাংশের কাছাকাছি অংশীদারি রয়েছে বর্তমানে। ১০ বছরের মধ্যে সেটাকে ৮-১০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমরা।’’

সাম্মানিক ডিলিট কাউকেই দিল না বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আচার্য ছাড়াই সমাবর্তন! ফাঁকা শিক্ষামন্ত্রীর চেয়ারও

এই সময়, বর্ধমান: গত বছর, ২০২৪-এ সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়নি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই এক বছর পেরিয়ে, বুধবার ৩৯তম সমাবর্তন ঘিরে ছিল সাজ সাজ রব। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাজির হওয়ার কথা ছিল। সেই মতোই প্রস্তুতি সারে বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু দু'জনেই থাকলেন অনুপস্থিত। এমনকী, এ দিন কাউকে সাম্মানিক ডিলিট (ডক্টরেট অফ লিটারেচার)-ও দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্যের গরহাজিরা এবং কাউকে ডিলিট না-দেওয়া — দু'টিই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন।

কিন্তু আচার্য ও শিক্ষামন্ত্রী কেন এলেন না সমাবর্তনে? সূত্রের খবর, ডিলিটের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যিক আবুল বাশার ও অভিনেতা-নাট্যকার দেবশঙ্কর হালদার-সহ আরও একজনের নাম মনোনীত করা হয় রাজ্য সরকারের একাংশের তরফে। রাজভবন নামগুলো বাতিল করে দেয়। প্রশ্ন উঠেছে, এ কারণেই কি গরহাজির থাকলেন শিক্ষামন্ত্রী? তিনি নিজে অবশ্য এ দিন অনুষ্ঠানে না-আসতে পারার নেপথ্যে ব্যস্ততার কথাই জানিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর। 'এই সময়'-এর তরফে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করবেন না বলে জানিয়েছেন। আর অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথ জানান, রাজভবনের তরফে এ দিন সকালে লিখিত ভাবে তাঁকে জানানো হয় যে, অনিবার্য কারণে সমাবর্তনে যোগ দিতে পারবেন না রাজ্যপাল।

বুধবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরোর বর্তমান চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথ। —এই সময়

এ দিকে, এই প্রথম সমাবর্তনে রাজ্যপাল না-আসায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। সেখানে শোনা যাচ্ছে, মঙ্গলবার বিকেলেই নিশ্চিত হয়ে যায় যে বোস কনভোকেশনে আসছেন না। তিনি যাতে আসেন, সে জন্য একাধিক বার ফোন করে, ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুরোধও করেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আচার্য-রাজ্যপাল রাজি হননি।

দিন কতক আগে রাজ্যপালের ডাকা বৈঠকে যাননি উপাচার্য শঙ্করকুমার। তখন তাঁর দাবি ছিল, পড়ুয়াদের হঠাৎ অবরোধে আটকে বৈঠকে থাকতে পারেননি। এর পরেই রাজ্যপাল সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, মিটিংয়ে হাজির না-থাকা উপাচার্যদের জন্য রাজভবনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এ দিনের ঘটনার পরে অনেকেই মনে করছেন, বোসের অনুপস্থিতির পিছনে এটাও অন্যতম বড় কারণ।

এ দিনের কনভোকেশনে ডিলিট না দেওয়া হলেও বিজ্ঞান, গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এ দিন চার জনকে সাম্মানিক ডিএসসি (ডক্টরেট অফ সায়েন্স) দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন, জৈব-রসায়নবিদ প্রফেসর পদ্মনাভন বলরাম, চিকিৎসক দেবীপ্রসাদ শেঠি ও চিকিৎসক শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবী শেঠি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর হয়ে ডিএসসি নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার ডিন। জানা গিয়েছে, এই চার জনের নাম উপাচার্যই চূড়ান্ত করেন।

২০২৩ এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে যাঁরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি করেছেন, তাঁদের হাতে এ দিন শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে পিএচডি ডিগ্রি পেয়েছেন ৪১২ জন। পুরস্কৃত করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে স্বর্ণপদক প্রাপ্তদেরও।

মহাকাশে ভারতের স্পেস সেন্টার ২০৩৫ সালে, প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাখ্যা ইসরো কর্তার

সুখেন্দু পাল • বর্ধমান

মহাকাশ স্পেস সেন্টারে টানা ১৮ দিন কাটিয়ে ঘরে ফিরেছেন শুভাংশু শুক্লা। তার আগে ১৯৮৪ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন রাকেশ শর্মা। তাঁর নানা অভিজ্ঞতা মহাকাশ গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। শুভাংশুর অভিজ্ঞতাও আগামীদিনে কাজে লাগবে। তবে, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ইসরো) চাইছে, আর অন্যের মুখাপেক্ষী নয়, অন্তরীক্ষে এবার নিজেদের স্পেস সেন্টার গড়তে। গতকাল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নরায়াণন। অনুষ্ঠান শেষে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই ইচ্ছের কথা জানান। তিনি বলেন, '২০৩৫ সালের মধ্যেই মহাকাশে স্পেস সেন্টার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করবে ভারত। পাঁচটি মডিউলে স্পেস সেন্টারটি তৈরি হবে। প্রথম মডিউলটি তৈরি হয়ে যাবে ২০২৮ সালের মধ্যে।' একই সঙ্গে ইসরো কর্তার সংযোজন, 'চন্দ্রযান-৪ অভিযানেরও প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া চন্দ্রযান-৫ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। জাপানের সঙ্গে যৌথ ভাবে অভিযান হবে। আগামীদিনে মহাকাশ বিজ্ঞানে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। বিভিন্ন স্যাটেলাইটও প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।'

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সবকিছুকে ছাপিয়ে সবার নজর ছিল ইসরোর চেয়ারম্যানের উপর। ছাত্রছাত্রীদের তীব্র কৌতূহল ছিল ইসরো কীভাবে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

কাজ করে। কিভাবে স্পেস সেন্টার তৈরি হয়, সেখানে মহাকাশচারীরা কিভাবে থাকেন? সেইসব কৌতূহল যতটা সম্ভব মিটিয়েছেন নারায়ণন। ইসরোরর নানা সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজ্ঞানী পদ্মনাভন বলরামও পড়ুয়াদের মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহিত করেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাংলার ভূমিকার প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেন, 'এক সময় এই বাংলা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আগামী দিনেও এখানকার পড়ুয়ারা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য ছাপ রাখবেন। এমনটাই আশা করা যায়। আবার আগের মতোই বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের অনেক স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান।'

ইসরোর চেয়ারম্যান মহাকাশ গবেষণার কাজে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে বলেন, 'হিউম্যানয়েড মিশনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ২০২৭ সালে উৎক্ষেপণ করা হবে প্রথম মানব মহাকাশ যান। ভারতের নিজস্ব স্পেস সেন্টার তৈরি হলে মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। মহাকাশ প্রযুক্তিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করায় ইসরোর মুখ্য উদ্দেশ্য।' তিনি বলেন, '৫৫টি মহাকাশ যান নিজস্ব কক্ষপথে সক্রিয় হয়ে কাজ করে চলছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে সংখ্যাটা আরও অনেক বাড়বে। দেশীয় প্রযুক্তির উপর ভর করেই সাফল্য আসবে। ইতিমধ্যেই আমাদের স্পেস সেন্টার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তা শেষ হতে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে। তবে, পড়ুয়াদের মধ্যে এখন থেকেই উৎসাহ দেখে আমারও অনুপ্রাণিত।'

An Indian on the moon by 2040, says ISRO chief Narayanan

STATESMAN NEWS SERVICE
Burdwan, 20 August

The Indian Space Research Organisation (ISRO) is preparing a 40-storey tall rocket to help man's landing on the moon, claimed ISRO chief Dr V. Narayanan while addressing the Burdwan University convocation here today.

"The rocket is designed to carry a 75,000-kg payload into the lower orbit," he said while outlining ISRO's upcoming projects, including NAVIC (Navigation & Indian Constellation) satellite and the N1 rocket. "These are in addition to the launch of a 6,500-kg communications satellite of the USA - a commercial launch using Indian launch vehicle LVM3," Dr Narayayan said.

He became the star attraction at the

convocation, as BU Chancellor, Governor CV Anand Bose, and state Education Minister Bratya Basu, could not attend.

About country's future space explorations, Dr Narayanan said: "By 2035, Bharatiya Andhra Mission, the country's own space station, will be built. This has already been announced by the Prime Minister on Independence Day. This will be a five-module construction and five rockets will be required to lift it up. The first rocket will be completed in 2028. Then, in 2040, India will send a man, a countryman, to the moon."

The ISRO Chairman said that the Prime Minister has facilitated much reform to the space sector. As a result, he said: "We were given TSLV for producing through Indian industrial units, like Hindustan Aeronautics Limited. With the help of one L&T consortium, the first rocket is going to come out by January 2026."

This, he claimed, would help place the Technology Demonstration Satellite, with a lot of new technologies, in space.

The current year has been declared as Gaganyaan year by ISRO. And during this year, Narayanan added: "We are going to go for the first unscrewed mission called G1 launcher, in which a humanoid — and not a human being — will go into space. The launch of Vyamitra, the humanoid, is targeted by December."

ISRO also has accommodated Venus Orbiter Mission, besides working on the Chandrayan-5 Mission that will carry 6,500 kg of mass. "We are going to have another eight more launches this year," he also added.

অবশেষে সমাবর্তন, ডাক না পাওয়ার নালিশ পড়ুয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান

■ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে। *ছবি: উদিত সিংহ*

স্থায়ী উপাচার্য আসার পরে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯তম সমাবর্তন আয়োজিত হয় গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের প্রেক্ষাগৃহে। তবে এ দিন সমাবর্তনে ছিলেন না আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন। এ বার কোনও ডি.লিট উপাধি দেওয়া হয়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে সমাবর্তনে ডাকা হয়নি, এমন দাবি করে এ দিন একাধিক ছাত্রছাত্রী সমাজ মাধ্যমে সরব হন।

সমাবর্তনে এ দিন প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল পৃথ্বীশ নাগ। দীক্ষান্ত ভাষণে তিনি নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্করকুমার নাথ, রেজিস্ট্রার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পরে এ বার চার জনকে ডিএসসি সম্মান দেওয়া হয়— ভি নারায়ণন, পদ্মানাভন বলরাম, শ্যামাসিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ শেঠি। তবে চিকিৎসক শেঠি সমাবর্তনে অনুপস্থিত ছিলেন।

ইসরোর চেয়ারম্যান নারায়ণন বলেন, "আরও বেশি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়ে মহাকাশ প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাবে ইসরো।" তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর দিশা-নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে যাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠান। মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে শামিল করা হচ্ছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বাজারের দু'শতাংশ এখন ইসরোর আওতায় রয়েছে। তা ৮-১০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্য। ইসরোর ৫৫টি মহাকাশযান এখন কক্ষপথে রয়েছে। এই সংখ্যা দু'-তিন বছরের মধ্যে তিন গুণ বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি।

ইসরোর চেয়ারম্যান এ দিন আরও জানান, মহাকাশযান উৎক্ষেপণে দেশি প্রযুক্তির আরও বেশি ব্যবহার তাঁদের লক্ষ্য। ২০২৭ সাল নাগাদ ইসরো মানব মহাকাশযান পাঠাবে বহির্বিশ্বে। ২০৩৫ সাল নাগাদ গড়ে তোলা হবে ভারতের নিজস্ব 'স্পেস স্টেশন'। চন্দ্রযান ৪-এর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এই অভিযানের মাধ্যমে চাঁদ থেকে নমুনা নিয়ে আসা হবে পৃথিবীতে। চন্দ্রযান ৫-এর রূপায়ণে জাপানের সঙ্গে অংশীদারি ভিত্তিতে কাজ হবে। তিনি বলেন, "আমাদের চন্দ্রযান ৪ প্রকল্প হবে, আমরা চাঁদে অবতরণ করে নিরাপদে ফিরিয়ে আনব। আমরা একটি রকেট তৈরি করছি।" মহাকাশ গবেষণা নিয়ে আরও নানা পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, "বিশেষ কারণে আচার্য আজ আসতে পারেননি। মঙ্গলবার রাতে তিনি তা আমাদের জানিয়েছেন।" রেজিস্ট্রার অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৪১২ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। স্নাতকোত্তরে সর্বোচ্চ মান প্রাপক এবং স্নাতক স্তরে সর্বোচ্চ মান প্রাপকদের সম্মানিত করা হয়।"

এ দিনই একাধিক পড়ুয়া সমাজ মাধ্যমে দাবি করেন, সমাবর্তনে ডাক পাওয়ার কথা থাকলেও, তাঁদের ডাকা হয়নি। অনিরুদ্ধ আধিকারী নামে এক ছাত্রের অভিযোগ, তাঁর স্বর্ণপদক পাওয়ার কথা। কিন্তু বুধবার সমাবর্তনের কথা তাঁকে আগে জানানো হয়নি। সকালে সে খবর পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাঁকে জানানো হয়, তিনি যতক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছবেন, তখন সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে। তাতে ক্ষুব্ধ ওই ছাত্র সমাজ মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, কী হয়েছে, খোঁজ নেওয়া হবে। এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে থাকলে, আলাদা ভাবে ডেকে উপাচার্যের হাত দিয়ে শংসাপত্র তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সমাবর্তনে এলেন না রাজ্যপাল সম্মানিত ইসরোর চেয়ারম্যান

'সিন্দুর'-এ মহাকাশ গবেষণার অবদান শুনে মুগ্ধ পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান: অপারেশন 'সিন্দুরে' বড় ভূমিকা নিয়েছিল ইসরো। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হলভর্তি ছাত্রছাত্রীদের সামনে সেই কথা তুলে ধরছিলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ডক্টর ভি নারায়ণন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইসরোর বিভিন্ন সাফল্যর কথা তুলে ধরেন। অপারেশন সিন্দুরের প্রসঙ্গ উঠতেই করতালির ঝড় ওঠে। এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান ছিল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের এদিন উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে, তিনি আসেননি। কিন্তু তারপরও এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চ ছিল তারকাখচিত। ইসরোর চেয়ারম্যান ছাড়াও পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফেসর পদ্মনাভন বলরাম, বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্যামাসিস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের ডিএসসি সম্মান প্রদান করা হয়। আরএক বিশিষ্ট চিকিৎসক দেবীপ্রসাদ শেঠিকেও ডিএসসি সম্মান দেওয়া হয়। তিনি অবশ্য এদিন হাজির থাকতে পারেননি। তাঁর হয়ে অন্য একজন সম্মান গ্রহণ করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি শঙ্করকুমার নাথ বলেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এমন মহান ব্যক্তিদের পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি।

ইসরোর চেয়ারম্যানের বক্তব্য পড়ুয়ারা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। কীভাবে এই প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। চন্দ্র অভিযানের সাফল্যের প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। স্যাটেলাইট টেকনোলজিতে দেশ কতটা এগিয়েছে, সেটাও তিনি পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সমাবর্তনে উপাচার্য হিসেবে রাজ্যপালের উপস্থিত থাকার প্রথা রয়েছে। এবারও তিনি আসবেন বলে ঠিক হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, রাজ্যপাল আসবেন না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল ডক্টর পৃথ্বীশ নাগ। তিনি বলেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে চলছে। এখানকার ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ৩৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পেরে ভালো লাগছে। বিশ্ববিদ্যায় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পড়াশোনার মান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটি নতুন কোর্স শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। মাঝে দীর্ঘদিন স্থায়ী ভিসি ছিলেন না। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজ থমকে যায়। স্থায়ী ভিসি নিয়োগ হওয়ার পর সেসব জটিলতা কেটেছে। প্রাক্তনীরা বলেন, একসময় এই বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকত। সম্প্রতি গ্রেডের মানও কমে গিয়েছে। তবে, বিশ্ববিদ্যালয় আবার পুরনো জায়গা ফিরে পাবে বলে আশাবাদী। এক প্রাক্তনী বলেন, বহু রত্ন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন। তাঁরা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনও ক্ষেত্রে পিছিয়ে যেতে দেখলে খারাপ লাগে। এদিনের গুণীজনদের 'স্পিচ' পড়ুয়াদের উৎসাহিত করবে। এনিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় যাতে আরও এগিয়ে যায় সেদিকটা দেখা উচিত।

ইসরোর চেয়ারম্যান পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার জন্য তাঁর জীবন সংগ্রামের কথা সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। অধ্যাপক পদ্মনাভন বলরামের বক্তব্যও ছাত্রছাত্রীদের মুগ্ধ করেছিল। এক সময় তিনি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের ডাইরেক্টর ছিলেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

• *পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদ্মনাভন বলরামকে সম্মান জানাচ্ছেন উপাচার্য।-নিজস্ব চিত্র*

ডি লিট তালিকা: সংঘাত রাজভবন ও শিক্ষামন্ত্রীর

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গরহাজির রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান: আচার্য তথা রাজ্যপাল গরহাজির। আসেননি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। এই দুইজনের কারওর উপস্থিত না থাকা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ইতিহাসে যা প্রথম। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সম্ভবত প্রথম কাউকে সাম্মানিক ডি লিট দিতে পারলো না বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও সাম্মানিক ডিএসসি প্রদান করা হয়েছে। বুধবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় গোলাপবাগ ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে। রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রীর না আসা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয় অনুষ্ঠানের শুরুতেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্রে খবর, সাম্মানিক ডি লিট কাদের দেওয়া হবে এই নিয়ে রাজভবন ও শিক্ষা দফতরের টানাপোড়েনের জেরেই কার্যত জৌলুসহীন হয়ে যায় এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠান। যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া পৃথ্বীশ নাগ। এছাড়া এদিন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চারজনকে সাম্মানিক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। নিজ কর্মক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তাঁদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়। সাম্মানিক ডিএসসি প্রাপকরা হলেন, চিকিৎসক দেবী শেঠি, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরো-র চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন, আইআইএসসি বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন ডাইরেক্টর বিজ্ঞানী পদ্মনাভন বলরাম, চিকিৎসক শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে চিকিৎসক দেবী শেঠি অনুষ্ঠানে সশরীরে থাকতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন তা গ্রহণ করেন। পরে তা দেবী শেঠীকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞানী পদ্মনাভন বলরাম এদিন আধুনিক বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক বাংলা বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, "আধুনিক বিজ্ঞানের রেনেসাঁ বাংলায় শুরু হয়েছিল। ১২৫ বছর আগে দুই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর হাত ধরে এই নবযুগের শুরু হয়েছিল। কলকাতা আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল।"

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১৩ জন পড়ুয়াকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। গোল্ড মেডাল সহ অন্যান্য পদকও তুলে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর কুমার নাথ বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুণীজনের সমাবেশ হয়েছে। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে এসেছেন। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সমৃদ্ধ হবেন। রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আগামীদিনে আরও এগিয়ে যাবে।"

ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে ডিএসসি প্রদান। —মুকলেসুর রহমান

রাজ্যপালের অনুপস্থিতি নিয়ে এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে উপাচার্য জানান, রাজ্য সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি তাঁকে সকালে লিখিতভাবে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসতে পারছেন না। তাঁর জায়গায় উপাচার্য হিসেবে তাঁকেই এই সভা পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর শিক্ষামন্ত্রী প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল বাশার, বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্যকার দেবশঙ্কর হালদার সহ আরও একজনের নাম মনোনীত করেন সাম্মানিক ডি লিট-এর জন্য। কিন্তু রাজ্যপালের অফিস থেকে এঁদের নামগুলো বাতিল করা হয়। এই বিষয়টি জানতে পারার পরেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাবর্তনে আসার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন বলে সূত্রের দাবি। যদিও তিনি ব্যস্ততার কথা জানিয়েছেন আসতে পারেননি বলে। একটি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রাজ্যপালের মনোনীত ব্যক্তিদের এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানোর বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার কারণেই আসেননি রাজ্যপাল।